যুগান্তর

তারিখ ... [illegible]
পৃষ্ঠা ... [illegible] কলাম ... [illegible]

একনেকে ৫ প্রকল্প অনুমোদন

ইবি ছাত্রছাত্রীদের জন্য হচ্ছে আবাসিক হল

যুগান্তর রিপোর্ট

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আবাসন সংকট দূর করতে নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে অবকাঠামো উন্নয়নে বেইলি ব্রিজসহ একাধিক কালভার্ট নির্মাণেরও উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় এ সংক্রান্ত দুটি আলাদা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। সর্বমোট ১ হাজার ৩৫৪ কোটি ৬২ লাখ টাকা ব্যয়সংবলিত ৫টি প্রকল্পের অনুমোদন দেয় একনেক। প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় অনুমোদিত ৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি নতুন ও ২টি সংশোধিত। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ১ হাজার ৩২৫ কোটি ৪৯ লাখ ও প্রকল্প সাহায্য ২৯ কোটি ১৩ লাখ টাকা।

পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে বিদ্যমান বেইলি ব্রিজগুলোর আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গেছে। এখনও এ গুলোর ওপর দিয়ে ভারি যানবাহন চলাচল করছে। ফলে বেইলি ব্রিজ ভেঙে প্রতিনিয়তই দুর্ঘটনা ঘটছে। এজন্য একনেক সভায় খাগড়াছড়ির পুরনো ও ক্ষতিগ্রস্ত বেইলি সেতুর জায়গায় পিসি গার্ডার ও আরসিসি সেতু এবং আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সভায় 'খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন সড়কে পিসি গার্ডার সেতু, আরসিসি সেতু এবং আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ' নামক একটি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়। এ প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়িতে পুরনো ও ক্ষতিগ্রস্ত বেইলি সেতুর স্থলে ৩৪টি পিসি গার্ডার সেতু, ৯টি আরসিসি সেতু এবং ১০টি আরসিসি-বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। ফলে জেলায় নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হবে। সড়ক ও জনপথ অধিদফতর ১৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এর বাস্তবায়নকাল ধরা হয়েছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আবাসন সংকট দূর করতে এ সম্পর্কিত একটি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্পটির নাম— ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (২য় পর্যায়)। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৪টি ছাত্র হল ও ২টি ছাত্রী হল রয়েছে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একটি ৫তলা ছাত্র হল ও ১টি ৫তলা ছাত্রী হল নির্মাণ করার। ফলে বিদ্যমান আবাসিক সংকট বেশ খানিকটা লাঘব হবে। এ সংকট দূর করতে পর্যায়ক্রমে আরও হল নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষক-কর্মকর্তাদের জন্য ১টি ১০ তলা কোয়ার্টার্স নির্মাণ করা হবে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে চলতি বছর থেকে ২০১৯ সালের জুন নাগাদ এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালি ও বেলকুচি উপজেলা নদী ভাঙনকবলিত এলাকা। সীমিত অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, উচ্চ বেকারত্ব, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ চর এলাকা নিয়ে গঠিত এ দুটো উপজেলার বৈশিষ্ট্য। সরকার এ উপজেলা দুটোর অতি দরিদ্র মহিলাদের সাহায্যের মাধ্যমে তাদের পরিবারকে এ অবস্থা থেকে বের করে আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এজন্য একনেক সভায় ইম্প্রুভমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম নামের একটি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় উল্লিখিত উপজেলা দুটোর ২১ হাজার দুস্থ মহিলার জীবিকায়নের ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। দু'পর্যায়ে এ কাজটি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের আয়বর্ধক কাজে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এরপর এদের ১৫ হাজার টাকা করে থোক বরাদ্দ দেয়া হবে, যাতে করে তারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হতে পারে। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল মেয়াদে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৮ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম এতে ২৯ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য দেবে। বাকি টাকা সরকার দেবে।